সচিত্র কিশোর ক্লাসিক সিরিজ ০৪

দ্য স্ট্রেঞ্জ কেইস অফ ড. জেকিল অ্যান্ড মি. হাইড

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

অলঙ্করণ : ব্রেন্ডন লিঞ্চ

রূপান্তর

অনীশ দাস অপু

বেঙ্গলবুকস

প্র কা শ ক

মাহমুদুল হাসান

বেঙ্গলবুকস

নোভা টাওয়ার, ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : +88 01958519882, +88 01958519883
পরিবেশক : কিন্ডারবুকস, বেঙ্গলবুকস

বইটির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ অবৈধ। এ বইয়ের কোনো লেখা বা চিত্র হুবহু, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো এমনকি কোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

ISBN : 978-984-97980-6-4

www.bengalbooks.com.bd
email : info@bengalbooks.com.bd

দ্য স্ট্রেঞ্জ কেইস অফ
ড. জেকিল অ্যান্ড মি. হাইড

রবার্ট লুই স্টিভেনসন
রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র ১৪৩১, মার্চ ২০২৫

কপিরাইট © প্রকাশক

প্রচ্ছদ : আজহার ফরহাদ
বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স : ক্রিয়েটিভ ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
মুদ্রণ : প্রিন্ট ওয়ার্কস, ২৯ মিরপাড়া, আমুলিয়া রোড, ডেমরা, ঢাকা ১৩৬০
অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর : রকমারি ডট কম, বাতিঘর ডট কম
ভারতে পরিবেশক : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

মূল্য : ১৮০ টাকা

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde by Robert Louis Stevenson
Translated by Anish Das Apu
First published in hardback in Bangladesh by BengalBooks in 2025

Copyright reserved by the Publisher

Printed and bound in Bangladesh

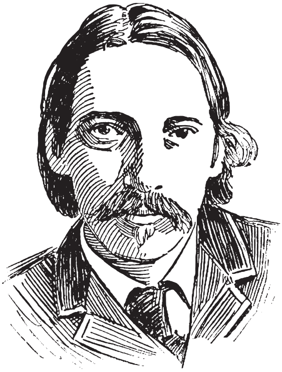

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

রবার্ট লুই স্টিভেনসন (১৮৫০—১৮৯৪) স্কটল্যান্ডের এডিনবরায় জন্মগ্রহণ করেন। দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে প্রকৌশলের পরিবর্তে আইন পড়লেও লেখালেখির প্রতিই ছিলো গভীর ঝোঁক। স্ত্রীসহ বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য। ১৮৮৩—১৮৮৭ সালে লেখেন *ট্রেজার আইল্যান্ড*, *দ্য ব্ল্যাক অ্যারো*, *দ্য স্ট্রেঞ্জ কেস অফ ড. জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড*, *কিডন্যাপড* এবং শিশুতোষ কবিতা *আ চাইল্ডস গার্ডেন অব ভার্সেস*।

দ্য স্ট্রেঞ্জ কেস অফ ড. জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড গল্পের ভাবনা আসে এক দুঃস্বপ্ন থেকে। জীবনের শেষ বছর কাটান সামোয়া দ্বীপে, সেখানেই ৪৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় । আঁধার রাতে বাচ্চা মেয়েটি ০৭

দ্বিতীয় অধ্যায় । 'ব্ল্যাকমেইল হাউস' ১৫

তৃতীয় অধ্যায় । ডা. জেকিলের উইল ২৯

চতুর্থ অধ্যায় । মি. হাইড এবং মি. সিক ৪১

পঞ্চম অধ্যায় । ব্ল্যাকমেলারের কি খুনিতে রূপান্তর ঘটল? ৪৭

ষষ্ঠ অধ্যায় । মি. আটারসনের শপথ ৬১

সপ্তম অধ্যায় । খুনের সাক্ষী ৭১

অষ্টম অধ্যায় । কোথায় মি. হাইড? ৮৫

নবম অধ্যায় । চিঠি ৯৫

দশম অধ্যায় । হাতের লেখায় সাদৃশ্য ১০৯

একাদশ অধ্যায় । ডা. লেনিয়নের গোপন কথা ১২১

দ্বাদশ অধ্যায় । জানালায় কথোপকথন ১৩৩

ত্রয়োদশ অধ্যায় । রহস্যময় ঔষধের সন্ধানে ১৪১

চতুর্দশ অধ্যায় । মৃত মানুষ ১৫৯

পঞ্চদশ অধ্যায় । উধাও ডা. জেকিল ১৭১

ষোড়শ অধ্যায় । মধ্যরাতের আগন্তুক ১৮১

সপ্তদশ অধ্যায় । ভালো-মন্দের যমজ ২০৫

অষ্টাদশ অধ্যায় । যে মানুষটির দুইবার মৃত্যু ঘটল ২২৭

ক্যাব চালকের প্রস্তাব

প্র থ ম অ ধ্যা য়

আঁধার রাতে বাচ্চা মেয়েটি

রোববারের এক সকাল। চনমনে রোদ। চমৎকার আবহাওয়া। লন্ডনের রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছেন পরিপাটি পোশাক পরা দুই ভদ্রলোক। এদের একজন মি. গ্যাব্রিয়েল জন আটারসন, পেশায় আইনজীবী। বয়সি সঙ্গী তাঁর তরুণ চাচাতো ভাই রিচার্ড এনফিল্ড। ঘোড়ায় টানা একটি এক্কা গাড়ি এসে থামল তাঁদের পাশে। ওরা তখন রাস্তা পার হতে যাচ্ছিলেন। ঘোড়ার গাড়ির চালক তার আসন থেকে মুখ বাড়াল। হাতের চাবুকটা নেড়ে বলল, ‘শুভ সকাল, ভদ্রমহোদয়গণ,’ হাসি হাসি মুখ কোচোয়ানের। ‘চার্চে যাওয়ার জন্য চমৎকার একটি দিন আজ। আপনাদেরকে আমি এক লহমায় ওখানে পৌঁছে দিতে পারব।’

অপ্রয়োজনে কথা বলেন না মি আটারসন। কোচোয়ানের আগ বাড়িয়ে তার গাড়িতে ওঠার প্রস্তাবে মনে মনে বিরক্তই

হলেন। ভুরু কুঁচকে হাত নেড়ে চলে যেতে বললেন লোকটাকে। তবে তাঁর চাচাতো ভাইয়ের আচরণ অতটা কর্কশ নয়। সে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'নারে ভাই, আমরা এখন গাড়ি চড়ব না। প্রতি রোববার আমরা হাঁটতে বেরোই। হাঁটতে হাঁটতে লন্ডনের দর্শনীয় নানান জিনিস দেখি।'

হতাশ হয়ে চলে গেল ছ্যাকরা গাড়ি। আবারও ওরা দুজন হাঁটা দিলেন। ঘুরে বেড়ালেন নানান রাস্তা। হাঁটতে হাঁটতে একটা গলিতে চলে এলেন। সেখানে অনেক দোকানপাট। একটি দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন মি. আটারসন। জানালা দিয়ে ভেতরের চিত্তাকর্ষক জিনিসপত্র দেখছেন প্রশংসার চোখে।

রিচার্ড হঠাৎ তাঁর জামার আস্তিন টেনে ধরল। গম্ভীর গলায় বলল, 'রাস্তার ওই পারে একটা দরজা দেখতে পাচ্ছ, ভাইজান? ওই দরজা নিয়ে একটা ঘটনা আছে। আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী। আমার জীবনেই ঘটেছে।'

মি. আটারসন চাচাতো ভাইয়ের ইশারা করা দরজার দিকে তাকালেন। জীর্ণ চেহারার একটা দরজা। দোতলা একটা ভবনের নিচতলার দরজা সেটি। রাস্তার ওপাশে, একটা উঠোন ঘিরে এরকম বেশ কয়েকটা পুরনো বিল্ডিং গড়ে উঠেছে। তবে রিচার্ডের নির্দেশিত ভবনটির নিচতলায় কোনো জানালা চোখে পড়ল না। দেখে মনে হলো ওখানে

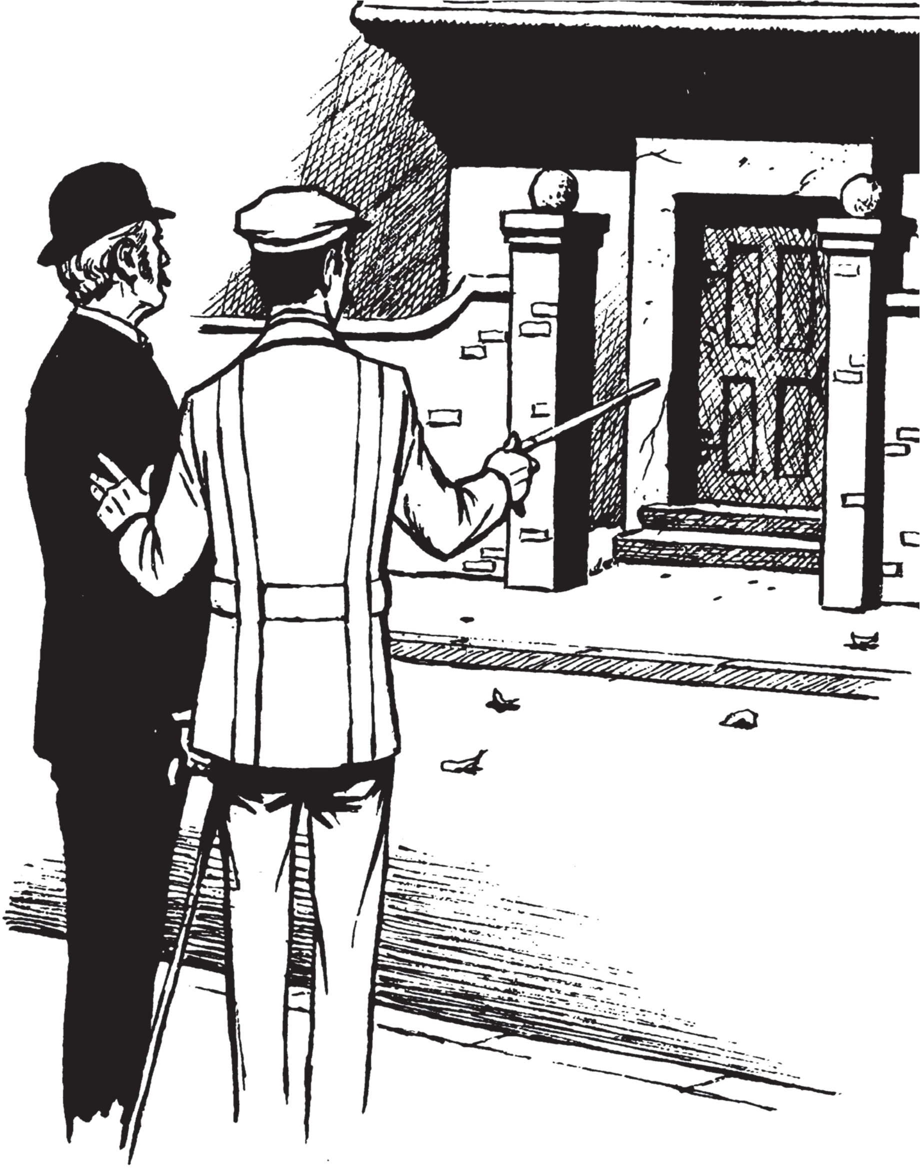

ভাঙাচোরা, জরাজীর্ণ একটি দরজা

কেউ থাকে না। কেমন ভূতুড়ে একটা পরিবেশ।

মি. আটারসনের ভাবলেশহীন উদাস কণ্ঠে এবারে কৌতূহল প্রকাশ পেল। 'তাই নাকি? ওই বাড়ির দরজা নিয়ে তোমার জীবনে আবার কী ঘটল?'

চাচাতো ভাইকে দোকানের সামনে থেকে টেনে আনল রিচার্ড। নির্জন একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে গলা নামিয়ে বলল, 'অন্ধকার এক শীতের রাতে একটি পার্টি শেষে আমি একা একা বাড়ি ফিরছিলাম। রাস্তায় বাতি জ্বললেও কোনো জনমানুষ ছিল না। সবাই তখন যে যার বাড়িতে ঘুমে অচেতন। রাস্তায় আমার পায়ের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। এখান থেকে কিছুটা দূরে একটা চৌরাস্তা আছে। হঠাৎ ওখানে দু'জন মানুষ দেখতে পেলাম। এদের মধ্যে একটি বাচ্চা, অপরজন পূর্ণবয়স্ক। বাচ্চা মেয়েটি রাস্তা ধরে ছুটে আসছিল। বিপরীত দিক থেকে বেঁটে খাটো এক লোক হুম-হাম করে আসছিল। যেভাবে মেয়েটি দিকশূন্য হয়ে দৌড়াচ্ছিল, আমার ভয় হচ্ছিল লোকটার সঙ্গে ধাক্কা না লাগে। আমার আশঙ্কাই সত্যি হলো। তাল সামলাতে না পেরে বাচ্চা মেয়েটা ধাক্কা খেল বেঁটে লোকটার গায়ে। লোকটা সরে যাবারও সময় পায়নি। ধাক্কা খেয়ে মেয়েটি পড়ে গেল রাস্তায়। ব্যথায় কাতরে উঠল। সাহায্য করতে আমি তখন ওদের দিকে দ্রুত এগোলাম।'

দুজনের মধ্যে ধাক্কা লাগল বলে

নিজের গল্পে এমনই মশগুল ছিল রিচার্ড, খেয়াল করেনি যে কাহিনি শুনতে শুনতে তার চাচাতো ভাইয়ের মুখখানা শুকিয়ে গেছে। খেয়াল করলে সে গল্প বলায় বিরতি দিত; কারণ, গ্যাব্রিয়েল জন আটারসনকে কেউ কখনো তাঁর আবেগ-অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে দেখেনি। এমনকি বন্ধুদের কাছেও তিনি কখনো মন খুলে কথা বলেন না।

রিচার্ড আবার শুরু করল কাহিনি। তবে এবারে তার বলার গতি দ্রুত, চোখ চকচক করছে উত্তেজনায়।

'বাচ্চা মেয়েটির ধাক্কা খেয়ে বেঁটে লোকটার দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে করল কী, শুনলে তুমি বিশ্বাস করবে না ভাইজান! নিজেকে সামলে নিয়ে বাচ্চাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মেয়েটি রাস্তায় শুয়ে ব্যথায় কান্নাকাটি করছিল। লোকটা তাকে রাস্তা থেকে তো তুললই না, উল্টো পা দিয়ে মাড়াতে লাগল। মেয়েটা আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার দিল। আমি ততক্ষণে লোকটার কাছে পৌঁছে গেছি। তার কোটের কলার চেপে ধরলাম। খেঁকিয়ে উঠে সে আমার দিকে মুখ ফেরাল। এক মুহূর্তের জন্য আমি ধন্ধে পড়লাম—এটা কি মানুষ, নাকি জানোয়ার!'

মেয়েটিকে পা দিয়ে আঘাত করছে লোকটা

তেমন আঘাত পায়নি বাচ্চাটি, তবে মারাত্মক ভয় পেয়েছে

দ্বিতীয় অধ্যায়

‘ব্ল্যাকমেইল হাউস’

‘এই...এই জানোয়ারটা কি তোমার সঙ্গে হাতাহাতি করেছিল?’ জিজ্ঞেস করলেন মি. আটারসন।

‘না,’ জবাব দিল রিচার্ড। ‘কোনোরকম প্রতিবাদই করেনি। মেয়েটির চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে ইতোমধ্যে লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল ওখানে। তাদের মধ্যে বাচ্চাটার পরিবারের লোকজনও ছিল। মেয়েটির বাসা ছিল ঘটনাস্থল থেকে কাছেই। মেয়েটির মা ছিল অসুস্থ। সে ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছিল। পথে আক্রান্ত হয় লোকটার দ্বারা। খবর পেয়ে সেই ডাক্তারও চলে এসেছিলেন। তিনি বাচ্চাটাকে পরীক্ষা করে বলেন, মেয়েটির শারীরিক তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। তবে ভয় পেয়েছে প্রচণ্ড।

‘আমি কিন্তু এতক্ষণ হামলাকারীর জামার কলার ধরে টেনে রেখেছিলাম। অমন কুৎসিত চেহারা, ওর গায়ে হাত

দিতেও ঘেন্না লাগছিল। দর্শকরাও লোকটার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। কোনো বয়স্ক মানুষ এভাবে একটা বাচ্চাকে মারধর করতে পারে! এ রকম ঘটনা দেখে অভ্যস্ত ডাক্তার সাহেবও লোকটার কাছ ঘেঁষেননি।'

'কেন? লোকটার চেহারা কি খুবই ভয়ানক ছিল?' জানতে চাইলেন মি. আটারসন। 'সে কি বিকলাঙ্গ, কুৎসিত ছিল?'

'না।' মাথা নাড়ল রিচার্ড। 'বিকলাঙ্গ ছিল না সে। তবে অত্যন্ত কুৎসিত ছিল তার আচরণ। মানুষের মতো চেহারা হলেও তাকে যেন ঠিক মানুষ বলা যায় না। তার আচার-আচরণ ছিল অদ্ভুত এবং জঘন্য। এর চেয়ে নিখুঁত বর্ণনা করা সম্ভব নয়। হয়তো তার চেহারায় তখন শয়তানি ভাব ছিল; যে কারণে প্রথম দর্শনেই সবার অপছন্দের পাত্রে পরিণত হয় সে।'

'কিন্তু দরজার ব্যাপারটা? তুমি বলেছিলে রাস্তার ওপাশের দরজাটার সঙ্গে তোমার কাহিনির একটা সংযোগ আছে।' চাচাতো ভাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেন আইনজীবী।

'হ্যাঁ, আসছি সেই প্রসঙ্গে।' বলল রিচার্ড। 'লোকটাকে আমরা ধুমসে গালিগালাজ করছিলাম। বলছিলাম, গোটা লন্ডন শহরে তার কুকীর্তির কথা ছড়িয়ে দেব। আমাদের হুমকিতে সে ঘাবড়ে গিয়েছিল, ভয়ও পেয়েছিল—যদিও

লোকটির কলার ধরে রেখেছিলাম আমি

তা স্বীকার করতে চায়নি। অবশেষে সে ক্ষতিপূরণ হিসেবে বাচ্চাটির পরিবারকে অল্পকিছু টাকা দিতে চায়। কিন্তু আমরা তাতে রাজি হইনি। আমার ওকে চাপ দিয়ে একশো পাউন্ড দিতে রাজি করাই। বিনিময়ে আমাদের মুখ বন্ধ রাখব। রাতের ঘটনাটির কথা কাউকে বলব না। তবে লোকটার কাছে নগদ অতগুলো টাকা ছিল না। সে আমাকে এবং ডাক্তারকে নিয়ে ওই ভবনের ওই দরজার কাছে নিয়ে যায়। পকেট থেকে চাবি বের করে, দরজা খুলে ঢুকে পড়ে ভেতরে। বেরিয়ে আসে দশ পাউন্ড মূল্যের সোনা আর বাকি টাকাটার পরিমাণ একটা চেক লিখে নিয়ে।

'ভাই জান, রহস্যের বিষয় হলো চেকের পাতায় বিখ্যাত একজন মানুষের দস্তখত ছিল। আমি তাঁর নামটি বলছি না, কারণ, তিনি নিজের পেশায় অত্যন্ত সুপরিচিত একজন মানুষ এবং সমাজে ভালো কাজ করেন বলে সবাই তাঁকে সম্মানও করে।

'আমরা চেক নিতে চাইনি। বলেছি ওটা ভুয়া চেকও হতে পারে। কিন্তু লোকটা বলল, তার চেক যে ভুয়া নয় সেটা প্রমাণ করার জন্য সে প্রয়োজনে আমাদের সঙ্গে কাল সকাল অবধি থানায় থাকবে এবং ব্যাংক খোলা হলে চেক তুলে আমাদেরকে টাকা দিয়ে দেবে। টাকা তোলার

দশ পাউন্ড মূল্যের সোনা দেয়া হলো আর একটি চেক

সময় আমরা তার সঙ্গেই থাকব।'

মি. আটারসন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'চেকটা ভাঙানো গিয়েছিল তো?'

'হ্যাঁ।' জবাব দিল রিচার্ড। 'তখনো অনেক রাত। সকাল হতে ঢের বাকি। আমি তাই সবাইকে আমার ঘরে নিয়ে এলাম। সকাল হলে সকলকে নাশতা করালাম। তারপর ব্যাংক খোলার সময় হলে সবাই মিলে সেখানে গেলাম। চেক ভাঙাতে কোনোই সমস্যা হলো না। লোকটা বাচ্চা মেয়েটির বাবার হাতে এমন শান্ত ভাবে টাকাটা তুলে দিল যেন সকাল বিকাল অনেককেই এভাবে সে টাকা দিয়ে থাকে। তবে টাকাটা যেহেতু তার নিজের নয়, কাজেই খরচ করতে বাধা কোথায়?

'রাস্তার ওপাশের ওই বাড়িটার আমি নাম দিলাম "ব্ল্যাকমেইল হাউস।" ওই দরজাটা বোধ করি কোনো সেলারের দরজা। ওটা খুলে ঘরে ঢোকা যায়। ওখানেই হয়তো সেই বিখ্যাত মানুষটি বাস করেন যার নাম আমি তোমার কাছে আপাতত গোপন রাখলাম। সেই মানুষটির ওপর ওই শয়তান চেহারার লোকটার নিশ্চয়ই কোনো প্রভাব আছে। আমার তো সন্দেহ লোকটা তাকে ব্ল্যাকমেইল করছে।'

গল্প বলতে বলতে দু'জনে রাস্তা ধরে আবার হাঁটা দিল।

বাচ্চাটির বাবার হাতে তুলে দেয়া হলো টাকাটা

রিচার্ড চুপ করে গেলেও মি আটারসনের কৌতূহল তখনো মেটেনি।

‘চেকের মালিককে সত্যি ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে কি না তুমি খোঁজ নিয়েছিলে?’ গলার স্বরে ঔদাসীন্য ফুটিয়ে জানতে চাইলেন তিনি।

‘না।’ জবাব দিল রিচার্ড। ‘আমি আসলে এ বিষয়টা নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাইনি। প্রখ্যাত যে মানুষটির কথা তোমাকে বললাম, তাঁর কথা একদিন খবরের কাগজে পড়েছিলাম। সেখানে তাঁর বাড়ির ঠিকানাও দেয়া ছিল। এদিককারই কোনো ঠিকানা। কাগজে দেয়া ঠিকানা অনুযায়ী ওই দরজাটা হয়তো কোনো না কোনোভাবে সেই ভদ্রলোকের বাড়ির সঙ্গে সংযুক্ত। কিন্তু দেখলেই তো ওদিককার বাড়িঘরগুলো কেমন গায়ে গা লাগানো। কোনটা যে কোন্ বাড়ির দরজা ঠাহর করা মুশকিল। না, সেই লোকটার সত্যি যদি কোনো গোপনীয় ব্যাপার স্যাপার থাকে যা সে লুকিয়ে রাখতে চাইছে, আমি তাকে নিয়ে নাক গলাতে যাব না।’ বলল রিচার্ড।

মি. আটারসনের কথা এখনো শেষ হয়নি। ‘ব্ল্যাকমেলার লোকটা চাবি দিয়ে দরজা খুলেছিল, ঠিক দেখেছিলে তুমি?’ জেরা করার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন তিনি।

‘ভাইজান, তোমাকে তো বললামই সে কথা!’ বড় ভাইয়ের

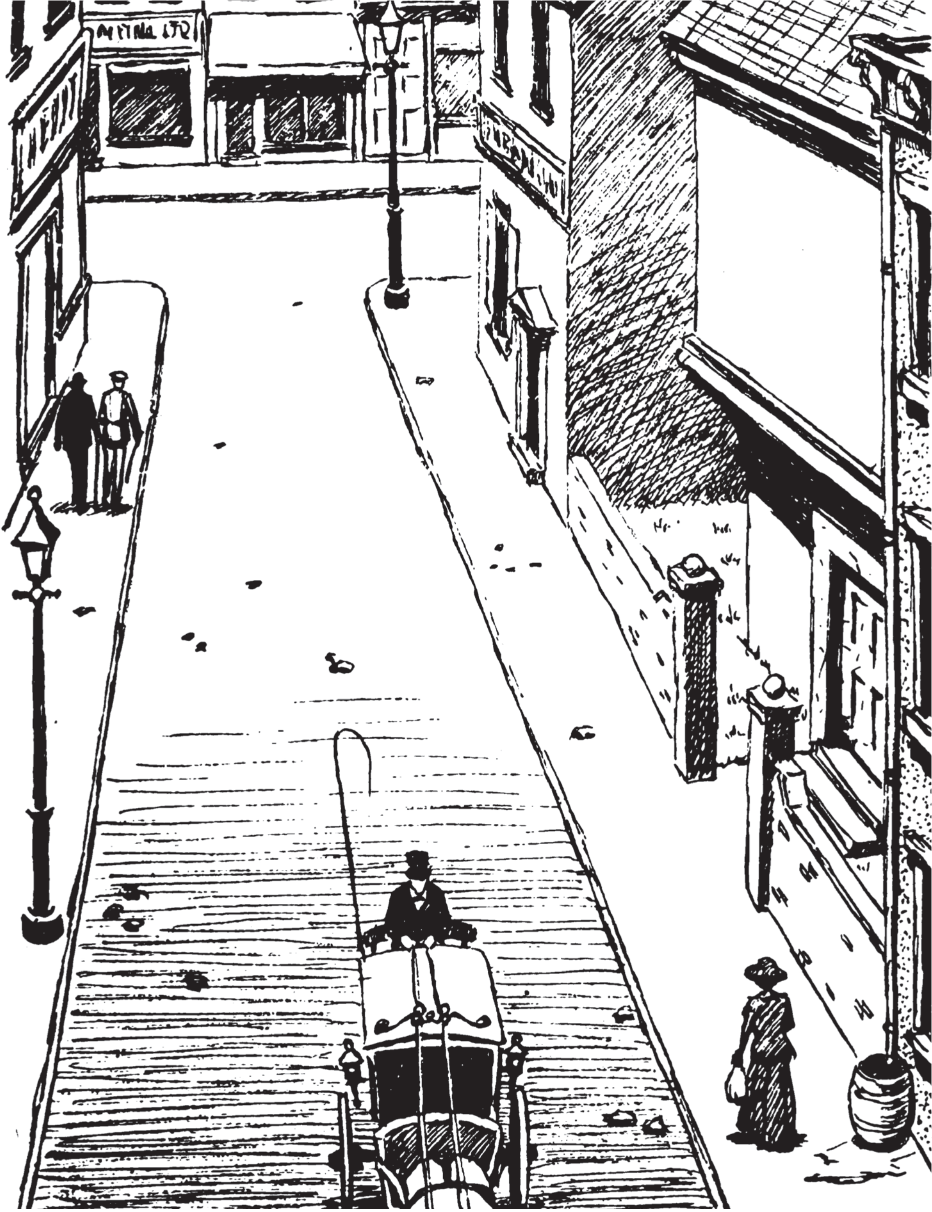

হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছেন দু'জনে

সন্দেহসূচক প্রশ্নে অবাক হয়েছে রিচার্ড।

'গত সপ্তাহে তাকে আমি আবারও দেখেছি চাবি দিয়ে ওই দরজা খুলছে। দরজা খুলতে সে যে চাবি ব্যবহার করেছিল, তাতে আমার কোনোই সন্দেহ নেই।'

ফোঁস করে শ্বাস ছাড়লেন মি. আটারসন। 'রিচার্ড, তোমার কি ভেবে অবাক লাগছে না, চেক প্রদানকারীর নাম জানার জন্য তোমার ওপর কোনো জোর খাটাচ্ছি না দেখে?'

'তা অবাক লাগছে বৈকি?' স্বীকার গেল রিচার্ড। 'তোমার জায়গায় আমি হলে তো কৌতূহলে মরে যেতাম। বয়স হলে বোধ করি লোকের কৌতূহলও কমে যায়, নাকি?'

মাথা নাড়লেন মি. আটারসন। 'না। আমি নাম জিজ্ঞেস করিনি, কারণ, ওই লোকের পরিচয় জানি।'

দাঁড়িয়ে পড়ল রিচার্ড। 'পরিচয় জানো?'

হাঁটা থামাননি মি. আটারসন। পেছন ফিরে ইঙ্গিত দিলেন রিচার্ডকে তাঁর সঙ্গে আসার জন্য। 'হ্যাঁ, নাম পরিচয় সবই জানি। তুমি এ বিষয়ে আর নাক গলাতে না চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। গুজব-গুঞ্জনে কান না দেয়াই ভাল। যদিও মাঝেমধ্যে বড্ড বাজে বকো তুমি।'

রিচার্ড বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ। আমি বোধহয় আজ একটু বেশিই কথা বলে ফেললাম। ঠিক আছে, এ ঘটনা আমি আর কাউকে বলব না। খুশি তো?'

চেকে লেখা ভদ্রলোকের নাম জানেন আটারসন